"অদম্য নারী পুরস্কার" কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

"অদম্য নারী পুরস্কার" কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

পটভূমি:

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমরা সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। এর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (যেমন- সিডও)। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দায় হিসেবেও জাতীয় উন্নয়ন কৌশল পত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নারী বান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটি মডেল হিসাবে গণ্য হচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের সামগ্রীক অগ্রযাত্রা ও নারীর অগ্রযাত্রা পরস্পরের পরিপূরক। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নারীর সাফল্য, নারীর জীবন সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন গোটা জাতির সামনে তুলে ধরা আবশ্যক।

নারী সমাজের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা দূর করে নারীদেরকে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার শক্তিতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উদযাপন কালে দেশব্যাপী "অদম্য নারী পুরস্কার" শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূলের সকল নারী তথা অদম্য নারী অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অন্যান্য নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, সমাজ নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অদম্য নারী; হচ্ছে সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর দেশ ব্যাপী পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদম্য নারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের অদম্য নারী হতে অনুপ্রাণিত করা।

২। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে অদম্য নারীদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবসগুলো যথাযথভাবে উদযাপন করা।

৫ (পাঁচ)টি ক্যাটাগরির অদম্য নারী:

নিম্নরূপ ৫ (পাঁচ) টি ক্যাটাগরিতে অদম্য নারী নির্বাচন করা হয়:

ক) **অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে)।

খ) **শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমন: একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকুলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

গ) **সফল জননী নারী:** একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমন: একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

ঘ) **নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী:** নির্যাতনের শিকার নারী যিনি প্রাণপন চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমন: একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

ঙ) **সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী:** সমাজের যে কোনধরণের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনীয় অবদান রেখেছেন (যেমন: একজন নারী যিনি স্ব উদ্যোগে দরিদ্র ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ক্যাটাগরি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অদম্য নারী বাছাই প্রক্রিয়া:

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব-স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণ স্ব-স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত নারীর নাম প্রস্তাব, সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্তসহ উপজেলায় প্রেরণ।
- প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য মনোনীত শ্রেষ্ঠ নারীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর প্রত্যয়নসহ ইউনিয়ন কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে একজন করে শ্রেষ্ঠ নারীর প্রস্তাব, জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় কমিটি সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ২ জন করে ১০ জন (short list) শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচন করবে এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন অদম্য নারীর তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

বাছাই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জীবনবৃত্তান্ত ছক: (পৃথকভাবে সংযুক্ত)

১। নারীর পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী:
নাম, ঠিকানা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সন্তানের সংখ্যা, পিতার নাম ও ঠিকানা, স্বামীর নাম ও ঠিকানা।

২। নারীর আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী:
নারীর নিজস্ব সহায় সম্পদ, পিতার ও স্বামীর আর্থিক অবস্থা। নারীর পূর্বের ও বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র।

৩। নারীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ।

৪। কোন ক্যাটাগরির জন্য নারীকে মনোনীত করা হয়েছে? বিস্তারিত কারণসহ (বুলেট ফরমে)।

৫। নির্বাচিত নারীর জীবনবৃত্তান্তটি এমন হবে যে, তা থেকে নারীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রীক চিত্র পাওয়া যায় এবং যা ক্যাটাগরি ভিত্তিক মূল্যায়ণে সহায়ক ও সংগতিপূর্ণ হয়।

৬। প্রতিটি পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যাচাইক্রমে সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষর।

বিভিন্ন পর্যায়ের যাচাই/বাছাই কমিটি সমূহ:

(ক) ইউনিয়ন কমিটি:

ক্র: নং	ইউনিয়ন কমিটি	কমিটির অবস্থান	মন্তব্য
১।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রশাসক	আহবায়ক	ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্য অনুপস্থিত থাকলে কমিটির আহবায়ক ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র নারী শিক্ষককে মনোনয়ন প্রদান করবেন।
২।	সকল ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য/ইউনিয়নে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র নারী শিক্ষক	সদস্য	
৩।	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তা	সদস্য	
৪।	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য সচিব	

কমিটির কর্মপরিধি:

১। সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে;

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে;

৩। আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে নারী নির্বাচনপূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪। উপাজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবনবৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সার্টিফাই/প্রত্যয়ন করবেন।

(খ) সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড কমিটি:

ক্র: নং	সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকা ওয়ার্ড কমিটি	পদবি	মন্তব্য
১।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা	আহবায়ক	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সকল ওয়ার্ড কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
২।	ওয়ার্ডের সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য	---
৩।	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সকল ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কর্মপারিধি:

১। পৌর/সিটি কর্পোরেশনের সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে;

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে;

৩। আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে নারী নির্বাচনপূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪। উপাজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবনবৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সার্টিফাই/প্রত্যয়ন করবেন।